আর্তমানবতার কাজ দেখে সেন্টারের শুভাকাঙ্ক্ষী নিজের অনূভুতির কথা জানালেন।

মাওলানা শুয়াইবুর রহমান।

#মাওলানা_শুয়াইবুর_রহমানের অনূভুতি আপনাদের পড়ার সুবিধার্থে নিম্নে তা প্রকাশ করা হইলো।□□□

মাওলানা শুয়াইবুর রাহমান
পিতা:বদরুল ইসলাম
মাতা:সালমা বেগম
গ্রাম:পুরানমহল
পোঃ ডৌবাড়ি
থানা:গোয়াইনঘাট
জেলা:সিলেট
মুহাদ্দিস:জামেয়া ইসলামিয়া বহরগ্রাম,গোলাপগঞ্জ, সিলেট।

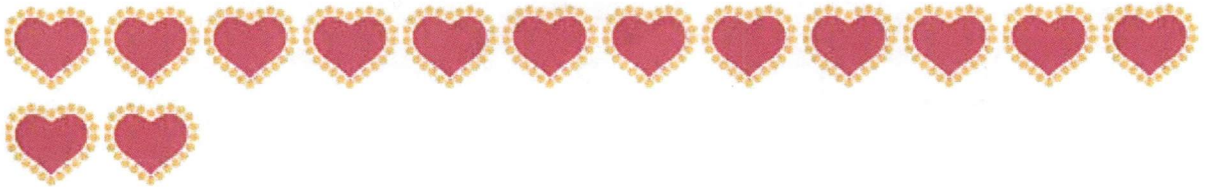

আর্তমানবতার সেবায় নিয়োজিত মুফজ্জিল আলী ফ্রি মেডিকেল সেন্টার নিয়ে কিছু কথা কিছু ভালোবাসা।
শাহজালাল-শাহপরান'র স্মৃতিবিজড়িত পূণ্যভূমি সিলেটের গোলাপগঞ্জ থানাধীন কুশিয়ারা নদীর পূর্বপারে অবস্থিত একটি পল্লি যা বহরগ্রাম নামে সর্বজন পরিচিত,সেখানেই প্রায় একযুগ পূর্বে প্রতিষ্ঠিত হয়েছে আলহাজ্ব আব্দুল ওয়াদুদ (কলা মিয়া)র নিজ উদ্যোগে আর্তমানবতার সেবার লক্ষ্যে আপন পিতার নামে মুফজ্জিল আলী ফ্রি মেডিকেল সেন্টার।মৌলিকভাবে চিন্তা করলে ইহা প্রমাণিত হয় যে,মহানবী(সা.)জন্মগতভাবে যে চেতনা বুকে লালন করে খোদা প্রদত্ব নবওয়াত লাভের মাধ্যমে জাতিকে যে উপহার-শিক্ষা দেয়ার চেষ্টা করেছেন তা হচ্ছে "খিদমাতে খালক"বা মানব সেবা,যা সমাজের প্রতিটি হৃদে হৃদে বয়ে আনে শান্তি ও চেতনা।কিন্তু কালের আবর্তনে মানব জাতি বিশেষত মুসলিমরা তাদের চিরস্মরণীয় সেই ঐতিহ্যকে ভুলে স্বার্থপরতার ব্যধিতে ভূগছে, তবে আমাদের মধ্যে এখনো এমন কিছু মহামানবের সন্ধান পাওয়া যায় যারা কালের বাতাসকে উপেক্ষা করে আদর্শ পৃথিবী-সমাজ-জাতি উপহার দিতে হরদম নিজেকে তাতে বিলিয়ে দিচ্ছেন,তাঁরাই হলো আগামী বিশ্বের রাহবার-পথপ্রদর্শক।তাঁদেরই একজন হলেন "জনাব আব্দুল ওয়াদুদ"যিনি তার নিজের জীবনকে সমাজ সেবার অন্তরালে ব্যয় করে যাচ্ছন,নিজ কামাইকে জাতির স্বার্থে খরচ করে সিলেট তথা বাংলাদেশ বিশষত তার এলাকার খেটে খাওয়া, দরিদ্র -অসহায়,প্রতিবন্ধি মানুষের মূখে হাসি-শান্তি ফুটানোর লক্ষ্যে সাত সাগর তেরো নদীর দূরত্বে বিলেতে থেকে কাজ চালিয়ে যাচ্ছেন,যা নিরেট ভাবনীয় একটি ব্যাপার।তাছাড়া তা বাংলার বুকে প্রথম বললে ভুল হবে না।প্রতি সপ্তাহে মানুষ তার গঠিত সেন্টার থেকে উন্নতমানের চিকিৎসা,ঔষধসামগ্রী, বিভিন্ন ধরণের ভাতা,ঈদ বস্ত্র,ইফতার-সাহরি সামগ্রী,শীতবস্ত্র ইত্যাদি ফ্রি ভাবে গ্রহণ করছে,যা একক ব্যক্তি উদ্যোগে করা কোনো সাধারণ ব্যাপার নয়।আরো আশ্চর্যের বিষয় হলো:তার ফ্রি সেন্টার এ-যাবৎ পথশিশু ও ঘর-বাড়িহীন অনেককে গৃহ নির্মান করে দিয়েছে। সর্বোপুরি উক্ত সেন্টারের চেয়ারম্যান সাহেব আর্তমানবতার সেবায় নিজেকে খুঁজার চেষ্টা করেন,অসহায়দের মূখে হাসি ফুটিয়ে নিজের সুখকে ভাগ করার চেষ্টা করেন।তাতে নিজ পিতাকেও খুঁজে পান।সুতরাং তারাই মোদের আদর্শ,আলোর প্রদীপ,জাতির কান্ডারী।হালে বাংলার বুকে এমন প্রসস্ত মনের অধিকারী লোক থাকলে আমাদের এমন বিপর্যস্ততা হতো না।মহীয়ান মাওলার দরবারে প্রার্থনা করি তিনি যেনো তাকে সর্বদা সুস্থতার সাথে আমাদের ছায়া হিসেবে রাখেন,এবং পরকালেও জান্নাতের উচ্চ মাকাম দান করেন,আমীন।